ভারতীয় রাজনীতির মূল তত্ত্ব ও চিন্তাবিদগণ

* **শক্তি** : শব্দের দ্বারা বল বা কাজ করার সামর্থ্যকে বোঝায়. রাজনীতিশাস্ত্রে শক্তি তিনপ্রকার — মন্ত্রশক্তি, প্রভুশক্তি ও উৎসাহশক্তি.

1) **মন্ত্রশক্তি** : সুন্দররূপে নীতিপরিচালনা বা জ্ঞানরূপ বলের নাম মন্ত্রশক্তি. উৎপাদিকা (স্বাভাবিক), শাস্ত্রসমুদ্ভব (শাস্ত্রাধ্যয়নজন্য), সংসর্গজন্য (কাজ করতে করতে উৎপন্নবুদ্ধি), পরিণামিনী (পরিণামদর্শী) - এই চার প্রকার বুদ্ধির অবস্থা মন্ত্রশক্তির পক্ষে একান্ত জরুরী. মন্ত্রশক্তি রাজার প্রাজ্ঞমন্ত্রীমণ্ডলীর মন্ত্রণার ওপর নির্ভরশীল.

2) **প্রভুশক্তি** : কোষ ও দণ্ডজনিত বলের নাম প্রভুশক্তি. উৎসাহ, সত্ত্ব, অধ্যবসায়, চেষ্টা, দৃঢ়তা এগুলিকে প্রভুশক্তির অঙ্গরূপে বিবেচিত.

3) **উৎসাহশক্তি** : প্রবল চেষ্টা বা বিক্রমরূপ বলের নাম উৎসাহশক্তি. ক্ষিপ্রকারিতা, অতিশয়দক্ষতা, ব্যসনে অকাতরতা ও অতিবীরতা এগুলি হল উৎসাহের সম্পদ.

তিনপ্রকার শক্তির মধ্যে কামন্দকীয়নীতিসারে মন্ত্রশক্তির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে. কিন্তু মন্ত্রশক্তি থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় উৎসাহশক্তির অভাবে রাজ্যধ্বংস হয়. উৎসাহ যুক্ত রাজা কখনো অবসন্ন ও বিষণ্ণ হয় না, আলস্য থাকলে উৎসাহ থাকে না. উৎসাহশীল রাজাই অনায়াসেই সপ্তাঙ্গরাজ্য লাভ ও পালনে সমর্থ হন. আবার প্রভুশক্তির অভাবে, সমস্ত উৎসাহ উদ্দীপনা বা মন্ত্রশক্তি সবই ব্যর্থ হয়. বস্তুত মন্ত্রশক্তি, প্রভুশক্তি ও উৎসাহশক্তি এই তিনপ্রকার শক্তি যেন একে অন্যের পরিপূরক হয়ে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে. একটির অভাবে অন্যটি সবসময় ফলপ্রসূ হয় না. এই তিনপ্রকার শক্তিতে শক্তিমান রাজাই হলেন প্রাচীন ভারতীয় রাজতান্ত্রিক শাসনপ্রণালীর কূটস্থানীয় স্বরূপ. সিদ্ধি শব্দের দ্বারা সুখকে বোঝানো হয়েছে. যে সিদ্ধি মন্ত্রশক্তির দ্বারা সাধ্য, তার নাম মন্ত্রসিদ্ধি. যে সিদ্ধি প্রভুশক্তির দ্বারা সাধ্য তার নাম প্রভুসিদ্ধি, এবং যে সিদ্ধি উৎসাহসিদ্ধির দ্বারা সাধ্য তার নাম উৎসাহসিদ্ধি. উক্ত শক্তিতে অধিক উপচিত বা সমৃদ্ধ হলে রাজা উত্তম হন, আর সেই শক্তিগুলির দ্বারা অপচিত অর্থাৎ রহিত হলে

তিনি অধম (হীন) হন, এবং সেই শক্তিগুলির সমতা, অনধিকতা থাকলে তিনি মধ্যম হন, সেই কারণে, রাজা নিজের জন্য শক্তি ও সিদ্ধি বাড়াতে সর্বদা সচেষ্ট থাকবেন।

* রাষ্ট্রশক্তি নিয়ন্ত্রণে উপায়-চতুষ্টয় *

রাজার উদ্দেশ্য সিদ্ধি বা যোগক্ষেম কর্মসম্পাদনের নিমিত্ত যে কৌশল বা পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয় তার পারিভাষিক নাম হল উপায়। উপায়চতুষ্টয় বলতে সাম-দান-ভেদ-দণ্ড এই চারপ্রকার উপায়কেই বোঝায়। তবে এই চতুর্বিধ উপায়ের সঙ্গে মায়া, উপেক্ষা ও ইন্দ্রজাল নিয়ে মোট সপ্তবিধ উপায়ের উল্লেখ আছে কামন্দকীয়নীতিসারে। অর্থশাস্ত্রকার কৌটিল্য, ধর্মশাস্ত্রকার মনু, যাজ্ঞবল্ক্য সকলেই বিজিগীষু রাজাকে এইসব উপায়সমূহের দ্বারা শত্রুজয়, সংযশক্তি নিয়ন্ত্রণ তথা রাষ্ট্রপরিচালনারূপ বিবিধ প্রয়োজন সাধনের পরামর্শ দিয়েছেন।

ক) সাম : সাম বলতে বোঝায় সামবচন বা মিষ্টভাষণ, যে কথায় লোকের উদ্বেগ জন্মায় না সেই বাক্যকে বলে সাম। উপায় চতুষ্টয়ের মধ্যে গুরুত্বের নিরিখে সামসিদ্ধির গুরুত্ব বিচার করে তার উল্লেখ প্রথমেই করা হয়েছে। কারণ সামের দ্বারা বিনা অর্থব্যয়ে, বিনা পরিশ্রমে বা অর্থ, সৈন্য-সামন্ত খরচ না করে শুধু মিষ্টিমধুর কথার দ্বারা উদ্দেশ্য-সিদ্ধি সম্ভব হয়। তাতে রক্তক্ষয় হানাহানির মতো কোনো অনিষ্ট কিছু ঘটে না, অথচ কার্যসিদ্ধি হয়। এই কারণে সবার আগে সামের দ্বারা কার্যসিদ্ধির প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অর্থশাস্ত্রে পাঁচপ্রকার সামের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যথা,—

(i) গুণকীর্তন : যে সামবচনে পরস্পরের কুল, শরীর, কর্ম, স্বভাব, শাস্ত্রসংস্কার, দ্রব্যাদি গুণের প্রশংসা বা স্তুতি করা হয় তা হল গুণকীর্তনরূপ সামবচন। (ii) সম্বন্ধোপাখ্যান : যে সাম প্রয়োগে কারো জ্ঞাতি সম্বন্ধ (জন্ম), যৌনসম্বন্ধ (বিবাহ), মৌখ-সম্বন্ধ (অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাদিজনিত), স্রৌবসম্বন্ধ (যাজ্যযাজকরূপ সম্বন্ধ), কুলসম্বন্ধ, হৃদয়সম্বন্ধ, মিত্রসম্বন্ধের উল্লেখ করা হয় তার নাম সম্বন্ধোপাখ্যান। (iii) পরস্পরোপকার সন্দর্শন: যে সাম প্রয়োগে পরস্পরের উপকারের ইচ্ছা প্রদর্শন বা

উপকার কথন হয়ে থাকে তাকে পরস্পরোপকারসন্দর্শন বলে, প্রদর্শন বা উপকার কথন (iv) আয়তিপ্রদর্শন : এই কাজ এভাবে করা হলে ভবিষ্যতে আমাদের উভয়ের এরূপ সুফল হবে এরূপ আশা উৎপাদন করা বা ভবিষ্যতের সুভসূচনা করে যে সাম প্রয়োগ হয় তা আয়তিদর্শন, (v) আত্মোপনিধান : আমি যা আপনিও তা, যা আমার দ্রব্য তা আপনারও দ্রব্য, (কামন্দকীয় নীতিসারে আমি তোমারই বলে আত্মসমর্পণ করা) এইরূপ আত্মসমর্পণ সূচক উক্তির দ্বারা যে সামপ্রয়োগ তা আত্মোপনিধান।

খ) দান : কোন ব্যক্তির সন্তুষ্টি বিধানের জন্য ভূমি, অর্থাদি দেওয়ার নাম হল দান, দানের দ্বারা দারুন যুদ্ধও রহিত হয়, শান্তিলাভে ইচ্ছুক ব্যক্তি বলবানকে দানের দ্বারা প্রশমিত করবেন, কামন্দকের মতে দানও পাঁচপ্রকার, প্রাপ্ত অর্থের উত্তম, মধ্যম বা অধম দান, গৃহীতধনের অনুমোদন পূর্বক প্রতিদান, অপূর্ব দ্রব্যের দান, শত্রু স্বয়ং যাতে ধনগ্রহন করে তার প্রবৃত্তি দেওয়া এবং দেয় ধনের রেহাই দেওয়া - এভাবে দান পাঁচপ্রকার,

গ) ভেদ : কৌটিল্যের মতে ভেদ দুই প্রকার, পরস্পর সংহত ব্যক্তিদের (শত্রুর) মনে শঙ্কার উৎপাদন, নির্ভৎসন অর্থাৎ অপকার করব বলে ধমক দেওয়া, কামন্দকীয়নীতিসারে ভেদ তিন প্রকার, পরস্পরের স্নেহ ও অনুরাগ নষ্ট করা, ঝগড়া বাধিয়ে দেওয়া এবং সন্তর্জন করা, উভয়পক্ষের বেতনগ্রাহী দূত দ্বারা প্রবিষ্ট হয়ে শত্রুপক্ষকে কিছু দিয়ে লোভের আশা পরিবর্তিত করে, ক্রোধ সৃষ্টি করে, লোভ দেখিয়ে, ভয় দেখিয়ে বা সম্মান প্রদর্শন করে - এই চারভাবে ভেদ ঘটানো যেতে পারে, যারা বেতন পান না তাদেরকে লুব্ধ করে, মানীব্যক্তিকে অবমানিত করে, ক্রোধীকে হঠাৎ রাগিয়ে এবং ভীতকে ভয় দেখিয়ে এই চারপ্রকার ব্যক্তিকে তাঁদের অভিলষিত বস্তু প্রদান করে ভেদ ঘটানো যায়।

ঘ) দণ্ড : সামাদি উপায়ের দ্বারা বিজিগীষু রাজার উদ্দেশ্য সাধিত না হলে দমনের অন্যতম উপায় হল দণ্ড। দণ্ডের দ্বারা শত্রুকে বলপূর্বক দমন করা হয়, দণ্ড তিন প্রকার, হত্যা করা, বন্ধন তাড়নাদিরূপ পীড়া দেওয়া ও অর্থের অপহরন করা, দণ্ডের দ্বারা হস্তী-অশ্ব-রথ-পদাতিক এই চতুর্বিধ সৈন্যবলকেও নির্দেশ করা হয়, সাম ও দণ্ডের দ্বারা যাবতীয় কার্যসিদ্ধি হয় বলে পণ্ডিতেরা চারপ্রকার উপায়ের মধ্যে সাম ও দণ্ডকেই সবিশেষ উপায় হিসেবে প্রশংসা করেন।।

3

Print New window